দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 NOV 1995.
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

60

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সেলামি!

রেজানুর রহমান ॥ আসন স্বল্পতার কারণে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স শ্রেণীতে ভর্তির বিষয়টি এখন সৌভাগ্যের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষক সংখ্যা এবং কলেজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১ম পৃঃ পর)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স শ্রেণীর আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। চলতি বছর ডিগ্রী পরীক্ষায় ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। ইহাদের মধ্যে পাস করিয়াছে ৮৫ হাজার ২৩০ জন। সারাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স শ্রেণীর আসন রহিয়াছে ১৫ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী নিম্নে ৬ পয়েন্ট পাইয়াছে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীই মাষ্টার্স শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগকে ৩ পয়েন্ট, দ্বিতীয় বিভাগকে ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় বিভাগকে ১ পয়েন্ট ধরা হয়। এই হিসাব অনুযায়ী একজন প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রতিটিতে দ্বিতীয় বিভাগ পাইতে হইবে। তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য আবেদন করার যোগ্যতা নাই। যাহাদের যোগ্যতা রহিয়াছে তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত আসন নাই। অধিকাংশের দৃষ্টি ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের নামকরা কলেজের প্রতি। দুই একটি কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজেই বিষয়ওয়ারী উর্ধ্বে ১০০টি আসন বরাদ্দ করা হইয়াছে। ফলে ভর্তির লড়াই সর্বত্র। এই সুযোগে কিছু কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করিয়া 'সেলামী' গ্রহণের নেপথ্য ঘটনা ঘটিতেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একদল ছাত্র গতকাল ইত্তেফাকে আসিয়া জানায়, নগরীর একটি নামকরা কলেজে তাহারা ভর্তির জন্য হাজির হয়। আসন সংখ্যার স্বল্পতা হেতু কলেজের অফিসার হইতে শুরু করিয়া কেরানী পর্যন্ত পাত্তা দিতে চান নাই। কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করার সুযোগ পাওয়া যেন ভাগ্যের ব্যাপার। ছাত্ররা জানায়, কলেজের একজন ছাত্রনেতা টাকার কথা তুলিয়া বলিয়াছে, টাকা হইলে ভর্তির সুযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি সূত্র জানায়, মাষ্টার্সে ভর্তি এখন ভাগ্যের ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয় আসন নির্ধারণ করিয়া দিলেও অনেক ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে না। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপ ভর্তির ক্ষেত্রে অলিখিত কোটা আরোপ করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও কোথাও ১০ হইতে ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ যাহাতে না থাকে এই চুক্তিতে এই ধরনের ভর্তি সম্পন্ন হয়।

মাষ্টার্স শ্রেণীতে আসন সংখ্যা কি করিয়া বাড়াইয়া নেওয়া যায়, এই ব্যাপারেও প্রায় প্রতিটি কলেজ এখন তৎপর। পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বহু কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট মাষ্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি চাহিয়া মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনা দিতেছে। খোঁজ নিয়া জানা যায়, ইডেন মহিলা কলেজ সম্প্রতি অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইসলামিক ষ্টাডিজ, হিসাব বিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনাসহ মোট ৮টি বিষয়ে মাষ্টার্স (স্নাতকোত্তর) প্রথম পর্বের ক্লাস চালু করার অনুমতি চাহিলেও মাত্র ১টি বিষয়—অর্থনীতিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর দলীলউদ্দিন মণ্ডল বলেন, উপযুক্ত শিক্ষক সংখ্যা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া নূতন কোর্স খোলার আবেদন করিয়া লাভ নাই। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার-টেবিল, ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজ মাষ্টার্সের জন্য আবেদন করে। তখন আমাদের বিব্রত হওয়া ছাড়া কিছু থাকে না। মাষ্টার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমরাও মাঝে মাঝে এই ধরনের অভিযোগ শুনি। কিন্তু কেহই নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পেশ করে না।"